*** ৪ঠা জুলাইয়ের আগে প্রকাশের জন্য নয়।**

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে
রাষ্ট্রদুত হ্যারি কে টমাস, জুনিয়রের বাণী

ঢাকা, ৪ঠা জুলাই-- আজ ৪ঠা জুলাই ২০০৪। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের ২২৮ তম বার্ষিকী। স্বাধীনতার এই ঘোষণাপত্র ছিল বহু বছরের বিতর্কের সফল পরিসমাপ্তি। আমাদের রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা পুরুষেরা তাঁদের বৈপ্লবিক আশা আকাঙ্খা ও আদর্শকে বাস্তবে রূপায়নের জন্য ১৭৭৬ সালের ৪ঠা জুলাই এক বিরাট ঝুঁকি নিয়েছিলেন। তাঁদের এই পথ বেছে নেয়াটা খুব সহজ ছিল না। তাঁরা অনন্য উপায় হয়ে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেন। তাঁরা সম্পূর্ণভাবে অবগত ছিলেন যে সংগ্রাম ছাড়া স্বাধীনতা আসবে না। প্রতিষ্ঠাতা পুরুষেরা অবশ্য স্বাধীনতার সম্ভাব্য সুফল বিবেচনা করে মনে করেছিলেন এই ঝুঁকিটা নেয়া যুক্তিসঙ্গত। জীবন, স্বাধীনতা এবং সুখ অন্বেষণের নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য তাঁরা নিজেদের সুনামকে বাজী রেখেছিলেন। স্বাধীনতা দিবস এমন একটি দিন যখন কেবল আমেরিকানরাই নয় সারা বিশ্বের মানুষ স্বাধীনতার গুরুত্বকে নতুন করে মূল্যায়ন করে থাকে।

ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্র দুতাবাসে আমরা বিশ্বাস করি যে প্রতিষ্ঠাতা পুরুষদের সাহসিকতার ফলেই বর্তমান বিশ্ব আগের চেয়ে আরো বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। গণতন্ত্রের প্রতি অবিচলতা ও এ বিষয়ে তাঁদের দুরদৃষ্টির কারণেই আমরা একটি মহান জাতির গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অন্য দেশে পরিচিত করার ক্ষেত্রে দুত হিসেবে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছি।

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি খুবই শক্তিশালী ও চলমান সম্পর্ক রয়েছে। আগামী দিনে এই সম্পর্ক আরো বৃদ্ধি পাবে বলে আমরা আশা করি। আমাদের মধ্যে চমৎকার এই সম্পর্কের মূলে রয়েছে ব্যবসা ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে সহযোগিতা, তবে আমাদের যোগাযোগ কেবল এই ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র- উভয় দেশের জনগণেরই কিছু অভিন্ন মূল্যবোধ রয়েছে। এগুলো হলো ব্যক্তির অধিকার, স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও মুক্ত সংবাদপত্র এবং গণতন্ত্রের মৌলিক নীতিমালার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ। আজকের বিশ্বে এই সহযোগিতার সম্পর্ক অবশ্যই প্রশংসাযোগ্য। মুক্তি ও স্বাধীনতার আদর্শের প্রতি আমাদের যে পারস্পরিক অঙ্গীকার রয়েছে সেই প্রেরণায় আমেরিকার জনগণ বাংলাদেশের জনগণের পাশে রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের মতো বাংলাদেশেও আজ উৎসব ও গৌরবের দিন। আমরা আশা করি ৪ঠা জুলাইয়ে আমাদের বন্ধুত্ব ও অর্জনের উৎসবে সারা বিশ্বে আমেরিকানদের সাথে বাংলাদেশীরাও যোগ দেবে।

==========

জিআর/ ২০০৪

দ্রষ্টব্য: এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'অ্যামেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'অ্যামেরিকান সেন্টার'-এর প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮১৩৪৪০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮১৬৭৭; ই-মেইল: DhakaPA@state.gov *এবং Website:* www.usembassy-dhaka.org *যোগাযোগ করুন।*